মাটি পরীক্ষার গুরুত্ব এবং মাটির নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি

মাটি হলো ফসলের খাদ্য ভান্ডার। গাছের বৃদ্ধি ও ফসলের জন্য প্রধানত ১৭টি অত্যাবশকীয় খাদ্য ও পুষ্টি উপাদন প্রয়োজন যার কোন একটির ঘাটতি হলেই গাছের বৃদ্ধি ও ফলন ব্যহত হয়।পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি মেটাতেই আমরা জমিতে বিভিন্ন প্রকার সার দিয়ে থাকি কিন্তু অপরিকল্পিত ব্যবহারের কারণে মাটির উর্বরতা শক্তি ক্রমেই কমে যাচ্ছে ফলে ফসলের ফলন আশরুপ হচ্ছে না এমতাবস্থায় প্রয়োজন মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করা। এজন্য মাটির উর্বরতা সংরক্ষণসহ ফসলের কাঙ্খিত ফলন বৃদ্ধির জন্য মাটি পরিক্ষা করে সুষম সার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। মাটির নমুনা হলো কোন জমি হতে সংগৃহীত কিছু পরিমাণ মাটি যা ঐ জমির মাটির গুণাবলির প্রতিনিধিত্ব করে। মাটি পরীক্ষার জন্য সঠিক পদ্ধতিতে মাটির নমুনা সংগ্রহ করা অত্যাবশ্যক।

মাটি পরীক্ষা সুফল

*জমির উর্বরতা মান জানা যায় *ফসলের জন্য কোন সার কী পরিমান দিতে হবে জানা যায় *মাটির পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ ও অম্লত্ব নির্ণয় করা যায় *সার অপচয় কম হয় *উৎপাদন খরচ কমে *ফলন বাড়ে *গাছের স্বাস্থ্য ভালো থাকে ফলে রোগ বালাইও পোকার আক্রমন কমে *ফসলের মান ভালো হয় *মাটির উর্বরতা শক্তি ভালো থাকে *কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হয়।

মাটির পরীক্ষার খরচ (৯টি উপাদানের–OM,pH,N,P,K,S,Mg,Zn,B)

কৃষক- ৬৩.০০টাকা	সরকারি/আধা সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান- ৬০৫.০০ টাকা	ব্যক্তিগত ফার্ম /বেসরকারী প্রতিষ্ঠান- ১২১০.০০ টাকা

জমি থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ ও গবেষাণাগারে প্রেরণের নিয়মঃ

১. জমির চার সীমানা থেকে ৩-৪ ফুট ভিতরে চোখের আন্দাজে দুরত্ব বজায় রেখে ৯টি স্থান থেকে মাটি নিতে হবে ।
২. সাধারণত লাঙ্গলের ফলা যতটুকু যায় অর্থাৎ কর্ষণ স্তরের গভীরতা (৪-৬ ইঞ্চি) পর্যন্ত “V” আকৃতির গর্ত করতে হবে
৩. পাউরুটির পিসের মত মাটির একটা টুকরো ঘাস,শিকড় সহ তুলে এনে দুই পাশের ও নিচের শক্ত মাটি কেটে পলিথিন শীটের উপর কিংবা বালতিতে রাখতে হবে।
৪. একইভাবে জমির ৯টি স্থান থেকে ৯ টুকরো মাটি নিয়ে গুড়ো করে ঘাস,শিকড় বেছে ফেলে দিয়ে মাটি ভেজা থাকলে ছায়াযুক্ত স্থানে শুকিয়ে নিতে হবে। রোদে শুকানো যাবে না।
৫. শুকনো ঝুরঝুরে মাটি গোলাকারে বিছিয়ে ৪ ভাগ করে কোনাকুনি ২ ভাগ মাটি ফেলে দিয়ে বাকী দুভাগ মাটি আবার মিশিয়ে একই পদ্ধতিতে প্রায় ৫০০ গ্রাম মাটি পলিব্যাগে মুখ বেধে অন্য আরেকটি পলিব্যাগের মধ্যে রাখতে হবে।
৬. একটি সাদা কাগজে নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার, ফসলের নাম ও জাত লিখে কাগজটি দুই ব্যাগের মাঝে ভরে সুতা দিয়ে বেধে পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হবে। কাগজ মাটির ভিতরে দেওয়া যাবে না।
৭. মাটির একটি মিশ্র নমুনা কেবল একটি খন্ড/প্লট হতে নিতে হবে একাধিক প্লটের মাটির নমুনা পরীক্ষা করতে হলে প্রতি খন্ড হতে আলাধাভাবে মাটির মিশ্র নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। রবি মৌসুমে আমন ধান কাটার পর মাটি সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।

যেসব জায়গার মাটি সংগ্রহ করা যাবে না

রাস্তা বা বাধের নিকটবর্তী স্থান/পরিত্যাক্ত ইটের ভাটা/সদ্য সার প্রয়োগকৃত জমি/গোবর বা কম্পোষ্ট কিম্বা যে কোন আবর্জনা স্তুপকৃত জায়গা/ফসলের নাড়া পোড়ানোর জায়গা থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করা যাবে না।

জনস্বার্থে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়,গাইবান্ধা।
www.srdi.gaibandha.gov.bd
ইমেইলঃ srdigaibandha@gmail.com